16 সংস্করণ সংস্কৃতি

হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে জীবনের প্রতিটি দিক পবিত্র। এজন্যই গর্ভধারণ থেকে শুরু করে শ্মশান পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে জীবন হল fromশ্বরের একটি উপহার যা যথাযথভাবে সম্মানিত হওয়া উচিত এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করা উচিত।

অনন্তকাল থেকে মানুষ তার নিজের উন্নতি করার চেষ্টা করেছে। এই
উপলব্ধি, শুধুমাত্র মানবজাতির জন্য অনন্য, তাকে তার শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে পরিচালিত করেছে। এই প্রান্তে, বৈদিক দর্শনকারীরা পালনের একটি সেট নির্ধারিত করেছিলেন, যা সংস্করণ নামে পরিচিত। (যদিও গুজরাটিতে সংস্করন উচ্চারিত হয়, আমরা মূল সংস্কৃত রূপ ব্যবহার করব।)

সংস্কারের নিকটতম ইংরেজি শব্দ হল স্যাক্রামেন্ট, যা 'পাসের রীতি' বাক্যাংশের সাথে সম্পর্কিত। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে, স্যাক্রামেন্টকে "ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের বাহ্যিক এবং দৃশ্যমান চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা হয়" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থে, যেমন রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তল, হিতোপদেশ এবং মনু স্মৃতি, সংস্করণ বলতে ব্যবহৃত হয়: শিক্ষা, চাষাবাদ, প্রশিক্ষণ, পরিমার্জনা, পরিপূর্ণতা, ব্যাকরণগত বিশুদ্ধতা, পালিশ, অলঙ্করণ, প্রসাধন, একটি বিশুদ্ধ আচার, একটি পবিত্র রীতি, পবিত্রতা, পবিত্রতা, অতীতের কর্মের প্রভাব (কর্ম), কর্মের যোগ্যতা ইত্যাদি। সংস্কারের

একটি সাধারণ সংজ্ঞা, যা উপরের প্রায় সবগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে "তার অবাঞ্ছিত গুণাবলী অপসারণের সময় কিছু উন্নত করা।"

উদ্দেশ্য

(1) **সংস্কৃতিরসাংস্কৃতিক।** সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন আচার -অনুষ্ঠান এবং আচার -অনুষ্ঠান ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশে সাহায্য করে। পরাশর স্মৃতিতে বলা হয়েছে, "যেভাবে একটি ছবি বিভিন্ন রঙে আঁকা হয়, তেমনি একজন ব্যক্তির চরিত্রও তৈরি হয় বিভিন্ন সংস্কর দিয়ে।" এইভাবে, হিন্দু gesষিরা ব্যক্তিদের চরিত্রকে অযৌক্তিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবর্তে সচেতনভাবে নির্দেশনা এবং ছাঁচের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন।

(2) **আধ্যাত্মিক।** দর্শনকারীদের মতে, সংস্কারগুলি জীবনের উচ্চতর পবিত্রতা প্রদান করে। ভৌতিক দেহের সাথে সম্পর্কিত অপবিত্রতাগুলি সংস্কারের মাধ্যমে নির্মূল করা হয়। সমস্ত শরীর পবিত্র এবং আত্মার জন্য একটি উপযুক্ত বাসস্থান তৈরি করা হয়েছে। অত্রি স্মৃতি অনুসারে একজন মানুষ জন্ম নেয় শূদ্র; উপনয়ন সংস্করণ সম্পাদন করে তিনি দ্বিজ হয়ে যান (দুবার জন্ম); বৈদিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তিনি একজন বিপ্র (একজন অনুপ্রাণিত কবি) হন; এবং ব্রহ্ম (Godশ্বর) উপলব্ধি করে তিনি ব্রাহ্মণ হন। সংস্কারগুলি আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার একটি রূপ (সাধনা) - অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একটি বাহ্যিক শৃঙ্খলা। সুতরাং, একজন হিন্দুর সমগ্র জীবন একটি মহৎ সাধনা।

ইশা উপনিষদ প্রকাশ করে যে, আচার -অনুষ্ঠান পালন করে সংস্কারের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল "সংসারের বন্ধন অতিক্রম করে মৃত্যুর সাগর অতিক্রম করা।" এর সাথে আমরা যোগ করতে পারি যে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র অতিক্রম করার পর, আত্মা পরমাত্মা লাভ করেন - ভগবান পুরুষোত্তম।

যদিও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ দ্বারা নির্ধারিত সংস্করের সংখ্যা পরিবর্তিত হয়, তবে আমরা ষোলটি বিবেচনা করব যা পণ্ডিতদের মধ্যে:

প্রাক-

sensকমত্যজন্মসংস্কৃতি (1) গর্ভদান (ধারণা)পুমসাভানা (
(2)একটি পুরুষ ইস্যু তৈরি করা)
(3) সীমান্তায়ন (চুল -পার্টিং)সংস্কৃতি

শৈশব

(4) জাতকর্ম (জন্মের অনুষ্ঠান)
(5) নামকরন (নাম দেওয়া)
(6) নিষ্ক্রম (প্রথম ভ্রমণ)অন্নপ্রাশন
(7)(প্রথম খাওয়ানো)
(8) চুদকর্ম (বা চৌল) (মাথা কামানো))
(9) Karnavedh (earlobes ছিদ্র)

শিক্ষাগত samskaras

(10) Vidyarambha (বর্ণমালা শেখা)
(11) Upanayana (ভক্তিমূলক থ্রেড দীক্ষা)
(12) Vedarambha (বৈদিক অধ্যয়ন শুরু)
(13) Keshant (Godaan) (দাড়ি ভগাঙ্কুর)
(14) সমাবর্তন (ছাত্রত্বের সমাপ্তি)সংস্কৃতি (

বিবাহ

15) বিভা (বিবাহ অনুষ্ঠান)

মৃত্যু

সংস্কর (16) অন্ত্যেষ্টি (মৃত্যুর অনুষ্ঠান)।

জন্ম-পূর্ব

সংস্কৃতি (১) গর্ভদান (ধারণা)

'গর্ভ' মানে গর্ভ। 'দান' অর্থ দান। এতে পুরুষ তার বীজকে একজন নারীর মধ্যে রাখে। গ্রুহ্যসূত্র এবং স্মৃতিরা স্বাস্থ্যকর এবং বুদ্ধিমান বংশধর নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ শর্ত এবং পালন করার পরামর্শ দেয়। পূর্বপুরুষদের payingণ পরিশোধের জন্য সন্তান উৎপাদনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হতো। বংশধর হওয়ার আরেকটি কারণ তৈত্তিরিয়া উপনিষদে দেওয়া আছে। যখন ছাত্র তার বৈদিক অধ্যয়ন শেষ করে, তখন সে তার শিক্ষকের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার অনুরোধ করে (দেখুন সংস্করণ 14)। শিক্ষক তখন তাকে কিছু উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করেন যা তাকে সারা জীবন ধরে রাখতে হবে। আদেশগুলির মধ্যে একটি হল:
"প্রজাতন্তু মা ব্যব্যচ্ছেতসেহি ..."
(শিক্ষাবল্লী, অনুবাক ১১.১১)ঘটাবেন
"কারো বংশের অবসাননা - এটি চলতে দিন (সন্তান ধারণ করে)।"

(2)একটি পুরুষ ইস্যু)

পুমসাভানা (এনজেন্ডারিংপুমসাভানা এবং সিমান্তোনায়ণ (তৃতীয় সংস্করণ) শুধুমাত্র মহিলার প্রথম সংখ্যার সময় সঞ্চালিত হয়। গর্ভাবস্থার তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে চন্দ্র যখন একটি পুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে থাকে, বিশেষ করে তিশ্য-নক্ষত্র, তখন পুমসাভান করা হয়। এটি একটি পুরুষ সন্তানের প্রতীক। অতএব পুমসাভান শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'পুরুষ প্রসব'। আয়ুর্বেদের প্রাচীন rষি সুশ্রুত তার সুশ্রুত সংহিতায় এই পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছেন: "এই সব গুল্মের মধ্যে যেকোনো একটি bsষধি - সুলক্ষ্মণ, বাতাসুর্গ, সহদেবী এবং বিশ্বদেবের সাথে দুধ খাওয়ানো উচিত - একজনের ডান নাকের মধ্যে তিন বা চার ফোঁটা রস লাগানো উচিত। গর্ভবতী মহিলা। সে যেন রস বের না করে। "

(3) সিমান্তনয়ন (চুল-বিভাজন)

গুজরাটি ভাষায় এটি খোডো ভরভো নামে পরিচিত। এতে স্বামী স্ত্রীর চুলের অংশ কেটে দেয়। এই সংস্কারের ধর্মীয় তাৎপর্য হল মায়ের সমৃদ্ধি এবং অনাগত সন্তানের দীর্ঘ জীবন। এটি মন্দ প্রভাব থেকেও রক্ষা করে। শারীরবৃত্তীয় তাত্পর্য আকর্ষণীয় এবং উন্নত। সুশ্রুত (শারিরস্থান, Ch.33) বিশ্বাস করতেন যে গর্ভাবস্থার পঞ্চম মাসে ফুটোর মন তৈরি হয়েছিল। তাই সুস্থ সন্তান প্রসবের জন্য মাকে সর্বোচ্চ যত্ন নিতে হবে। বিস্তারিত বর্ণনা করে, সুশ্রুত গর্ভবতী মাকে সব ধরনের পরিশ্রম এড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন: দিনের বেলা ঘুমানো থেকে বিরত থাকুন এবং রাতে জাগ্রত থাকুন, এবং ভয়, জীবাণু, ক্লেবোটমি (শিরা কাটা দিয়ে রক্ত দেওয়া) এবং প্রাকৃতিক মলত্যাগ স্থগিত করুন। (শারিরস্থান Ch.21)।

ভ্রূণের শারীরিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এমন সংস্কৃতি ছাড়াও, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এর উপর অঙ্কিত সংস্করণ শেখার উদাহরণ রয়েছে। মহাভারত থেকে আমরা জানি যে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু তার মায়ের সুভদ্রার গর্ভে থাকাকালীন যুদ্ধ কৌশলের রহস্য শিখেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শিশু-ভক্ত প্রহ্লাদ তার মায়ের কায়াধুর গর্ভে থাকাকালীন ভগবান নারায়ণের মহিমা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। একটি ভ্রূণ যেমন বাহ্যিক জগৎ থেকে ভালো আধ্যাত্মিক সংস্কর উপলব্ধি করতে পারে, ঠিক তার বিপরীতটিও সত্য। এটি অবশ্যই মায়ের কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আজ আমরা জানি যে ধূমপান, অ্যালকোহল, কিছু ওষুধ এবং ওষুধ ভ্রূণের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। বরাহ স্মৃতি গর্ভাবস্থায় মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করে। অতএব, স্মৃতিরা স্বামীকে তার গর্ভবতী স্ত্রীর শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেয়। কালাবিধান তাকে বিদেশে বা যুদ্ধে যাওয়া, নতুন বাড়ি নির্মাণ এবং সমুদ্রে স্নান করা থেকে নিষেধ করে।

শৈশব সংস্কৃতি

(4) জাতকর্ম (জন্মের অনুষ্ঠান)আচারগুলি

এইশিশুর জন্মের সময় সম্পাদিত হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে চাঁদ নবজাতকের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। উপরন্তু, গ্রহের নক্ষত্র - নক্ষত্র - এছাড়াও শুভতার ডিগ্রী নির্ধারণ করে। যদি কোনও অশুভ ব্যবস্থার সময় জন্ম হয়, তবে সন্তানের উপর তাদের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে জাতকর্মগুলি করা হয়। বাবা ব্রাহ্মণিষ্ঠ সাতপুরুষের কাছেও আশীর্বাদ চেয়ে নিবেন।

(5) নামকরণ (নাম দেওয়া)জাতের traditionতিহ্য

জন্মের সময় নক্ষত্রপুঞ্জের বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে,দ্বারা নির্ধারিত দিনে শিশুর নামকরণ করা হয়।

হিন্দু ধর্মে, শিশুটি প্রায়শই একটি অবতার, দেবতা, পবিত্র স্থান বা নদী, সাধু ইত্যাদির নামে নামকরণ করা হয়, যে পবিত্র মূল্যবোধের জন্য এই নামটি প্রতিনিধিত্ব করে।

(6) নিষ্ক্রম (প্রথম ভ্রমণ)

তৃতীয় মাসে শিশুকে অগ্নি (অগ্নি) এবং চন্দ্র (চন্দ্র) দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়।
চতুর্থ মাসে তাকে প্রথমবারের মতো বাড়ি থেকে বের করা হয়, বাবা বা মামা দ্বারা, প্রভুর দর্শনের জন্য মন্দিরে।

(7) অন্নপ্রাশন (প্রথম খাওয়ানো)

কঠিন খাবার দিয়ে শিশুকে খাওয়ানো পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সংস্কর। ছেলের জন্য এটি এমনকি মাসগুলিতে করা হয় - 6 ষ্ঠ, 8 ম, 10 ম বা 12 তম মাসে। কন্যার জন্য এটি বিজোড় মাসে করা হয় - পঞ্চম, সপ্তম বা নবম মাসে। দেওয়া খাবার হল ঘি দিয়ে রান্না করা ভাত। কিছু সূত্র এর সাথে মধু মেশানোর পরামর্শ দেয়।

এই সংস্কারের ওকালতি করে, জ্ঞানী gesষিরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পন্ন করেছিলেন। প্রথমত, সন্তানকে সঠিক সময়ে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দ্বিতীয়ত, এটি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করার জন্য মাকে সতর্ক করে। কারণ, একজন অবুঝ মা, অনেকের ভালবাসার বাইরে, শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যান, এটা বুঝতে না পেরে যে সে নিজের বা সন্তানের জন্য খুব ভালো কিছু করছে না।

(8) চুদকর্ম (চাউল) (মাথা মুণ্ডন)

এই সংস্কারের মধ্যে রয়েছে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পঞ্চম বছরে (ছেলের) মাথা মুণ্ডন করা, অথবা যখন তাকে জানোই (উপনয়ন) দিয়ে শুরু করা হয়। সুশ্রুতের মতে, নখ কাটার সাথে সাথে এর তাত্পর্য হল আনন্দ, হালকাতা, সমৃদ্ধি, সাহস এবং সুখ প্রদান করা (চিকিস্থান। Ch। 24-72)। চরকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

দীর্ঘায়ু লাভের জন্য মাথার শীর্ষে চুলের একটি অংশ (শিখা, চটলি) রেখে দেওয়া হয়। সুশ্রুত এর তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, "মাথার ভিতরে, উপরের দিকে, একটি শীরা (ধমনী) এবং একটি সন্ধি (সমালোচনামূলক সন্ধি) এর সন্ধি আছে। সেখানে, চুলের গোড়ায়, অধিপতি (অধিপতি) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই অংশে যেকোনো আঘাত হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় " কালক্রমে শিখাকে হিন্দু ধর্মের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হত এবং এর অপসারণকে গুরুতর পাপ হিসেবে গণ্য করা হয় (লাগু হরিতা চতুর্থ)।

(9) Karnavedh (earlobes ছিদ্র)

সন্তানের কান লোব 12th বা 16 দিনে হয় ফুটো করা হয়; অথবা ষষ্ঠ, 7th ম বা 8th ম মাস; অথবা ১ ম, 3rd য়, ৫ ম, 7th ম বা নবম বছর। সুশ্রুত যুক্তি দিয়েছিলেন, "সুরক্ষার জন্য (হাইড্রোকোল এবং হার্নিয়ার মতো রোগ থেকে) এবং প্রসাধনের জন্য শিশুর

কান ছিদ্র করা উচিত। একজন সার্জন।একটি ছেলের জন্য, প্রথমে ডান কানের লম্বা বিছানো হয় এবং একটি মেয়ের জন্য, বাম দিকে। ছেলেদের জন্য, আজকের এই সংস্করণটি শুধুমাত্র ভারতের কিছু রাজ্যে প্রচলিত। তাদের কানের দুল পরতে সক্ষম করতে

শিক্ষাগত samskaras

(10) Vidyarambh (বর্ণমালা শেখা)

এই samskara এছাড়াও Akshararambha, Aksharlekhan, Aksharavikaran এবং Aksharavishkaran হিসাবে পরিচিত হয়-।।

পাঁচটি বছর বয়সে সঞ্চালিত ও বৈদিক অধ্যয়ন করার আগে প্রয়োজনীয় হয় Vedarambh।

স্নানের পর শিশু পশ্চিম দিকে মুখ করে বসে, আর আচার্য (শিক্ষক) পূর্ব দিকে মুখ করে বসে। জাফরান এবং চাল একটি রুপার তক্তিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। একটি স্বর্ণ বা রৌপ্য কলম দিয়ে শিশুকে ভাতের উপর চিঠি লেখার জন্য তৈরি করা হয়। e নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি লেখা হয়েছে: "গণেশকে নমস্কার, সরস্বতীকে (জ্ঞানের দেবী) নমস্কার, পারিবারিক দেবতাদের নমস্কার এবং নারায়ণ এবং লক্ষ্মীকে নমস্কার।" শিশুটি তখন লিখেছে, "Nম নমh সিদ্ধাম"। এরপর তিনি আচার্যদের উপহার উপহার দেন, যেমন একটি পাগ এবং সাফো (মাথার কাপড়ের শোভা)। আচার্য তখন সন্তানের আশীর্বাদ করেন।

(11) উপনয়ন (যজ্ঞোপবিত) (পবিত্র সুতার দীক্ষা)

আট বছর বয়সে পুত্র আচার্য কর্তৃক পবিত্র সূতার দ্বারা দীক্ষিত হয়, যা জানোই বা যজ্ঞোপবিত নামে পরিচিত। পূর্ববর্তী সমস্ত সংস্করগুলির মধ্যে এটিকে সর্বোচ্চ হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি একটি নতুন জীবনের ভোর, অতএব দ্বিজ - দুবার জন্ম। শিশুটি ছাত্রত্ব এবং নিখুঁত শৃঙ্খলার জীবনে প্রবেশ করে যার মধ্যে ব্রহ্মচার্য (ব্রহ্মচর্য) জড়িত। তিনি তার পিতামাতার অভিভাবকত্ব ত্যাগ করেন আচার্যের দ্বারা দেখাশোনা করার জন্য। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বারা এই সংস্কর সম্পাদিত হয়। অতএব, ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই শৃঙ্খলা, সত্যবাদী জীবনযাপন এবং শারীরিক সেবার প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় এই সংস্কর মেয়েদের দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়, যারা এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত হতে ব্যর্থ হয়। আজ, এই সংস্কারের অন্তর্গত শিক্ষার traditionতিহ্য শেষ হয়ে গেছে। উপনয়ন শুধুমাত্র পুত্রকে দ্বিজাত্ব দান করার কাজ করে।

উপা মানে 'কাছাকাছি।' নয়নের অর্থ 'তাকে (তার) কাছে নিয়ে যাওয়া' অর্থাৎ ছেলেকে শিক্ষকের কাছে নিয়ে যাওয়া।

অভিভাবকদের মতো, আচার্য ছাত্রকে ভালবাসা এবং ধৈর্য সহকারে একজন চরিত্রবান মানুষে পরিণত করবে। তিনি তার মধ্যে বেদের অমূল্য জ্ঞান সঞ্চারিত করবেন। এটি উপনয়নের দ্বিতীয় অর্থ। পৃথিবীর সকল সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই হিন্দু সংস্করের চেয়ে ছাত্রদের জন্য এমন উচ্চ এবং কঠোর আদর্শের পক্ষে কেউ সমর্থন করেনি। যদি একজন ছাত্র আন্তরিকভাবে এই সংস্কর পালন করে, তাহলে সে একজন সফল আলেমে পরিণত হবে। এর সাথে যোগ করা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে, তিনি আচার্যের কাছ থেকে পান, গৃহকর্তার জীবনের একটি শক্তিশালী পটভূমি যা তিনি পরে প্রবেশ করবেন।
আজ, আচার্যের বাড়িতে থাকা স্পষ্টতই সম্ভব নয়। কিন্তু পরবর্তী সেরা সমতুল্য হল একটি ছত্রালয় - বোর্ডিং স্কুলে প্রবেশ করা। শৃঙ্খলা ছাত্রের মধ্যে এমন একটি দৃitude়তা যোগ করে যা সাধারণত বাড়িতে সম্ভব হয় না।

যেখানে ছাত্ররা একটি জ্যানোই পরেন, গৃহকর্তারা দুটি পরতে পারেন; একটি নিজের জন্য এবং একটি তার স্ত্রীর জন্য।

জ্যানোর তিনটি স্ট্রিং তিনটি গুণকে বোঝায় - সত্ব (বাস্তবতা), রাজাস (আবেগ) এবং তমস (অন্ধকার)। তারা পরিধানকারীকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তিনি দ্রষ্টা, পূর্বপুরুষ এবং দেবতাদের তিনটি debণ পরিশোধ করতে হবে। তিনটি স্ট্রিং ব্রহ্মগ্রন্থি নামে পরিচিত একটি গিঁট দ্বারা বাঁধা যা ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (ধারক) এবং শিব (সমতল) এর প্রতীক।
জ্যানোই পরার একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল যে পরিধানকারী বিভিন্ন দেবতাদের সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে অবগত থাকবেন যা সুতার প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে নয় এমন কোনও পদক্ষেপের আগে তিনি সতর্ক থাকবেন।

(12) বেদরাম্ভ (বৈদিক অধ্যয়ন শুরু) ধর্মসুত্রেরসংস্করটির

প্রথম তালিকায় এইউল্লেখ ছিল না, যা পরিবর্তে চারটি বৈদিক মানত - বেদ ব্রত তালিকাভুক্ত করেছিল। মনে হচ্ছিল যে উপনয়ন শিক্ষার শুরুকে চিহ্নিত করলেও এটি বৈদিক অধ্যয়নের সাথে মিলে যায় না। অতএব বৈদিক অধ্যয়ন শুরু করার জন্য একটি পৃথক সংস্কর প্রয়োজন বোধ করা হয়েছিল। এই সংস্করণে, প্রতিটি ছাত্র, তার বংশ অনুসারে, বেদের নিজস্ব শাখা আয়ত্ত করে।

(১)) কেশান্ত (গোদন) (দাড়ি কামানো)সংস্করণটি চারটি বেদব্রতগুলির

এইমধ্যে একটি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত। যখন অন্য তিনটি বিবর্ণ হয়ে গেল, কেশান্ত নিজেই একটি পৃথক সংস্কৃতি হয়ে গেল। 'কেশ' মানে চুল এবং 'পিঁপড়া' মানে শেষ। এই সংস্করটিতে ষোল বছর বয়সে ছাত্রের প্রথম দাড়ি কামানো জড়িত। এটিকে গোদানও বলা হয় কারণ এতে আচার্যকে একটি গরু উপহার দেওয়া এবং নাপিতকে উপহার দেওয়া জড়িত।
যেহেতু ছাত্রটি এখন পুরুষত্বের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাকে তার যৌবনের প্রবণতা সম্পর্কে আরও সতর্ক থাকতে হবে। তাকে ব্রহ্মচার্যের ব্রত স্মরণ করিয়ে দিতে, তাকে নতুন করে ব্রত গ্রহণ করতে হবে; এক বছরের জন্য কঠোর ধারাবাহিকতা এবং কঠোর শৃঙ্খলায় বাস করা।

(14) সমবর্তন (ছাত্রত্বের সমাপ্তি)সংস্কর্মছাত্রত্বের সমাপ্তিতে

এইব্রহ্মচর্য পর্বের শেষে করা হয় -। 'সাম বরণ' মানে 'আচার্যের বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়া।' এর মধ্যে রয়েছে একটি আচারযজ্ঞ স্নান যা অবভ্রুত স্নান নামে পরিচিত। এটি বলিদান কারণ এটি ব্রহ্মচার্যের দীর্ঘ পালনের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। এটি একটি আনুষ্ঠানিক স্নান কারণ এটি ছাত্র দ্বারা শেখার সাগর অতিক্রম করার প্রতীক - অতএব বিদ্যাস্নাতক - যিনি বিদ্যার সাগর অতিক্রম করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষাকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করা হয়।

স্নানের আগে, ছাত্রকে আচার্যের কাছ থেকে তার ছাত্রত্ব শেষ করার অনুমতি নিতে হবে এবং তাকে গুরু -দক্ষিণ - টিউশন ফি দিতে হবে। অনুমতি আবশ্যক কারণ এটি ছাত্রকে বিবাহিত জীবনের জন্য শিক্ষা, অভ্যাস এবং চরিত্রের যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যয়িত করে। স্পষ্টতই ছাত্র ফি দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই। একটি সূত্র শিক্ষকের debtণকে অবর্ণনীয় বলে বর্ণনা করে, "এমনকি সাতটি মহাদেশ ধারণকারী পৃথিবীও গুরুদক্ষিণার জন্য যথেষ্ট নয়।" কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা একটি প্রয়োজনীয় সৌজন্য এবং আচার্য বলেছেন, "আমার সন্তান, অর্থের সাথে যথেষ্ট। আমি তোমার যোগ্যতায় সন্তুষ্ট।" তিনি চিত্তাকর্ষক প্রবচন নামে পরিচিত চিত্তাকর্ষক বক্তব্যের সাথে বিশদভাবে বর্ণনা করবেন, যা তৈত্তিরিয়া উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে (I.11)।

যে ছাত্ররা ব্রহ্মচার্য পালন করে আজীবন ছাত্র হিসেবে থাকতে চায় তারা আচার্যের সাথে থাকবে। আজ, এর অর্থ আধ্যাত্মিক গুরু গ্রহণ করা - একান্তিক সাতপুরুষ এবং সাধু হওয়া। এইভাবে শিক্ষার্থী সন্ন্যাসে প্রবেশের জন্য পরবর্তী দুটি আশ্রমকে অতিক্রম করে।

বিবাহ

(15) বিভাসংস্কৃতির

এটি সমস্ত হিন্দুমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতিরা গৃহস্থ (গৃহকর্তা) আশ্রমকে সর্বোচ্চ হিসাবে প্রশংসা করে, কারণ এটি অন্য তিনটি আশ্রমের কেন্দ্রীয় সমর্থন।
মনু বলেন, "জীবনের প্রথম চতুর্থাংশ গুরু বাড়িতে কাটিয়ে, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ স্ত্রীর সাথে এবং তৃতীয় চতুর্থাংশ জঙ্গলে, চতুর্থ স্থানে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত, প্রতিটি জাগতিক বন্ধন নিক্ষেপ করা উচিত। " (মনু স্মৃতি IV.1)। বিবাহের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি জীবনের চারটি পুরুষ (প্রচেষ্টা) অর্জন করতে সক্ষম হয়: ধর্ম (ধার্মিকতা), অর্থ (সম্পদ), কাম (কামনা) এবং মোক্ষ (মোক্ষ)। তিনি সন্তান ধারণ করে পৈত্রিক debtণ পরিশোধ করতেও সক্ষম। বাচ্চাদের জন্য প্রসব করাও বিয়ের একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি হওয়ার পাশাপাশি, হিন্দু বিবাহকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও গণ্য করা হয়। একটি স্থিতিশীল এবং আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার জন্য, বিশ্বের সকল সংস্কৃতিতে বিবাহ একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অনুগত বৈবাহিক বন্ধনহীন সমাজ অধdeপতিত হয়। এটা বলা হয় যে রোমানদের পতনের একটি কারণ ছিল অসম্পূর্ণতা। বিবাহের মাধ্যমে, একজন ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ই নৈতিক মানদণ্ডের মধ্যে থেকে একসাথে অগ্রসর হতে পারে। একই সাথে এটি অন্যের ক্ষতি করে না বা কারো স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না। এই সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মকে বৃদ্ধি করে। এটি নৈতিক ধার্মিকতা এবং আত্ম -নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে এবং প্রচার করে।

হিন্দু বিবাহ - বিশ্বাস এবং অনুভূতি

হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থা একটি ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করা হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল এটি কেবল দুটি ব্যক্তির পরিবর্তে দুটি আত্মার মিলন। এই আধ্যাত্মিকভাবে বিবেচনা করার জন্য, একজন ব্যক্তি তিনটি দেহ নিয়ে গঠিত: শারীরিক - পদার্থ (স্তুল), সূক্ষ্ম - মন (সুক্ষমা) এবং কার্যকারিতা - জীব (করণ) দ্বারা গঠিত। বৈদিক বিবাহ এই তিনটির মধ্যে একটি মিলন - বস্তুর সাথে বিষয়, মনের সাথে মন এবং জীবের সাথে জীব। এর ধর্মীয় মানতের সাথে, দম্পতি জীবনের চারটি উদ্দেশ্য (পুরুষার্থ) অর্জনের জন্য একসাথে যাত্রা শুরু করে।

এই ভ্রমণের সময় দম্পতি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে - উপার্জন করতে, সন্তান জন্ম দিতে এবং সমাজ সেবা করতে। এর সাথে যোগ করা হয়েছে, তারা ভক্তির পথ অনুসরণ করে এবং ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের মধ্যে নিজেদের মধ্যে দেবত্ব আবিষ্কার করে। অনুষ্ঠানের সময় একটি আচারের মধ্যে এটি প্রতিফলিত হয়। কনে নারায়ণ এবং কনে লক্ষ্মীকে আহ্বান করার জন্য মন্ত্র জপ করা হয়। বাবা -মা, আত্মীয়স্বজন এবং উপস্থিত সবাই তখন তাদের প্রণাম করে। Godশ্বর ও দেবীর মধ্যে মিলন, দুটি বস্তুগত দেহ নয়। দম্পতির অন্তর্নিহিত আদেশ হল, "আপনি দেহ নন, আত্মা।"

একে অপরকে আত্মা বলে বৈদিক বিবাহের মৌলিক ভিত্তি। এটি বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে অনন্য - যা প্রাথমিকভাবে আবেগের উপর ভিত্তি করে গান্ধর্ব পদ্ধতি পালন করে। বৈবাহিক কলহের ক্ষেত্রে এই বোঝাপড়াটি আরও গুরুত্বপূর্ণ।

যে কোনো বৈবাহিক কলহের মূলে রয়েছে শরীরের চেতনা এবং নিজের অহংকারের কারণে অসহিষ্ণুতা - 'আমি' এবং 'আমার'। যদি দম্পতি একটি সাধারণ, চূড়ান্ত লক্ষ্য, মোক্ষের জন্য আত্মার দ্বারা একত্রিত হয়, তাহলে 'আমি' এবং 'আপনি' এর অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায়। এর কারণ হল 'আমি' এবং 'তুমি' অভিজ্ঞতাগতভাবে আত্মা। এবং যখন 'আমি' এবং 'আপনি' আত্মা বলে বিশ্বাস করা হয়, তখন স্বার্থপর উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে অন্যথায় যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা কোথায়? অতএব, একটি হিন্দু বিবাহ যখন দ্বন্দ্ব এবং পার্থক্য দেখা দেয়, সেগুলি সহজেই সমাধান করা যায়। দম্পতি একে অপরকে আত্মা বলে মনে করেন, কারণ আত্মা বিশুদ্ধ, লিঙ্গহীন, বয়সহীন এবং স্বভাবতই .শ্বরিক। বিভা নিজেই মানে 'উত্তোলন করা, সমর্থন করা, সমুন্নত রাখা, টিকিয়ে রাখা'।

স্বীকার করা যায়, এই উচ্চ দর্শনকে ধারণ করার জন্য উভয় পত্নীকে ত্যাগ এবং প্রচেষ্টা করতে হবে। এটি একটি রাতারাতি প্রক্রিয়া নয়, আরো একটি আজীবন, পবিত্র প্রতিশ্রুতি। এই দর্শনই হাজার হাজার বছর ধরে বৈদিক বিবাহকে একটি দুর্দান্ত সাফল্য এনে দিয়েছে। সাম্প্রতিক বস্তুবাদে সাম্প্রতিক উত্থান, প্রাথমিকভাবে আভ্যন্তরীণ এবং জাগতিক বিষয় এবং দেহ চেতনার উপর ভিত্তি করে, আজকের হিন্দু বিবাহকে নষ্ট করতে শুরু করেছে।

পূর্বোক্ত অনুভূতিগুলি, এবং আরও কয়েকটি, প্রকৃত বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় উচ্চারণ করা মন্ত্র দ্বারা প্রতীকীভাবে এবং মৌখিকভাবে জোর দেওয়া হয়েছে, যার ধাপগুলি আমরা পরবর্তী বিবেচনা করব।

বিবাহ অনুষ্ঠান

(i) হরিদ্রলেপনলাগানো

বিয়ের আগের দিন, কনের দেহের উপর হলুদ এবং তেলের একটি ক্রিমযুক্ত পেস্টহয়। এটি গুজরাটি ভাষায় পিথি চোলভি এবং সংস্কৃতে হরিদ্রলেপন নামে পরিচিত। প্রতীকী অনুভূতি হল যে যদি পাত্রী একটি গা darkে রঙের হয়, এই প্রসাধনী চিকিত্সা তাকে একটি হালকা রঙ দেবে।

বিয়ের অনুষ্ঠানের পূর্বে, গণপতির (গণেশ) পূজার পূজার শুভ সূচনা হিসাবে কনের বাড়িতে পূজা করা হয়, যেহেতু গণপতি শুভতার দেবতা।

(ii) Var Prekshan (বরকে স্বাগত জানানো)

বরকে কনের বাড়ি বা বিবাহ হলের প্রবেশদ্বারে স্বাগত জানানো হয়। পাত্রী এবং কনে বিয়ের ছাউনি (মণ্ডপ) এর অধীনে একে অপরের উপর মালা রাখে।
এরপর একটি শপথ পাঠ করা হয়, "আমার কর্তব্য অনুসরণে, আমাদের আর্থিক বিষয়ে, আমার শারীরিক তৃষ্ণা মেটাতে, আমি সর্বদা আপনার সাথে পরামর্শ করব, আপনার সম্মতি নেব এবং তার উপর কাজ করব।" এটি প্রতিজ্ঞা স্বীকার নামে পরিচিত।

(iii) মধু পার্কা (মধু প্রদান)

নববধূ বরকে স্বাগত জানায় এবং তাকে মধু, দই এবং ঘি (স্পষ্ট মাখন) দেয়, যা তাকে তার আচরণের মাধুর্য দিয়ে সবসময় খুশি করবে। মিশ্রণে একটি টক টান রয়েছে, যা জীবনকে কখনও কখনও তিক্ততার প্রতীক হতে পারে।

(iv) পানী গ্রহন (কনের হাতের প্রফারিং) কনের

পিতামাতা কনের কাছে তার হাত তুলে দেন এবং তাকে অনুরোধ করেন যে তাদের মেয়েকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করুন। বর কনেকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাকে পোশাক এবং গহনা উপহার দেয়।

(v) বৈবাহিক হোম (পবিত্র আগুন আহ্বান করা)pouেলে

পবিত্র আগুন আহ্বান করা হয় এবং তাতে নৈবেদ্যদেওয়া হয়। অগ্নি (অগ্নি) ভগবান বিষ্ণুর মুখের প্রতিনিধিত্ব করে এবং মন, জ্ঞান এবং সুখের আলোকসজ্জার প্রতীক এবং ভগবান বিষ্ণু divineশ্বরিক সাক্ষী হিসাবে কাজ করে।

(vi) শিলারোহন (পাথরে)

পা রাখানববধূ তার ডান পা একটি পাথরের উপর রাখে। বর তাকে তার বাড়ির পাথরের মত দৃ firmে হতে বলে যাতে তারা সহজেই সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে।

(vii) লাজা হোম (পবিত্র আগুনে শুকনো চাল দেওয়া) পবিত্র আগুনে

চারটি নৈবেদ্য দেওয়া হয়। কনের ভাই কনের হাতে শুকনো চাল রেখে দেন, যার অর্ধেক বর -কনের হাতে পড়ে। মন্ত্র জপ করা হয়। বধূ মৃত্যুর দেবতা যমের কাছে প্রার্থনা করেন যে তিনি বরকে দীর্ঘ জীবন, স্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধি দান করুন।

(viii) সপ্তপদী (সাতটি ধাপ)

নববধূ এবং নববধূ পবিত্র অগ্নির চারপাশে সাতটি পদক্ষেপ নেয়। প্রতিটি পদক্ষেপে তারা ofশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। দম্পতি যখন সাতটি পদক্ষেপে হাঁটছেন তখন তারা নিম্নলিখিত সাতটি প্রতিজ্ঞা করেছেন:

১. আসুন আমরা খাদ্য এবং জীবনের প্রয়োজনীয়তার দিকে এই প্রথম পদক্ষেপ নিই।
2. আসুন এই দ্বিতীয় ধাপকে শক্তি এবং শক্তি যোগ করি।
3. আসুন সম্পদ এবং সমৃদ্ধির দিকে এই তৃতীয় পদক্ষেপটি গ্রহণ করি।
4. আসুন আমরা পরিবারের চারপাশে সুখ পাওয়ার দিকে এই চতুর্থ পদক্ষেপটি গ্রহণ করি।
5. আসুন বংশের জন্য এই পঞ্চম ধাপটি গ্রহণ করি।
6. ছয় asonsতু এবং সময় অনুযায়ী কাজ করার জন্য এই ষষ্ঠ পদক্ষেপটি গ্রহণ করা যাক।
7. আসুন আমরা একই ধর্মে বিশ্বাসী এবং আজীবন বন্ধুত্বে বিশ্বাস করার জন্য এই সপ্তম পদক্ষেপটি গ্রহণ করি।

(ix) অগ্নি পরিক্রমা (পবিত্র অগ্নি প্রদক্ষিণ)

নববধূ এবং বর চারবার পবিত্র আগুনের চারপাশে ঘুরে বেড়ান। প্রথম তিনটি রাউন্ডে বর কনেকে নেতৃত্ব দেয় এবং চতুর্থ দিকে বর কনেকে নেতৃত্ব দেয়। প্রতিটি রাউন্ডের আগে একটি নৈবেদ্য দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের এই অংশটি গুজরাটি ভাষায় মঙ্গল ফেরা নামে পরিচিত।

(x) সৌভাগ্য চিনহা (নববধূকে)

আশীর্বাদ করাবর কনেকে তার চুল কাটা বা কপালে সিঁদুর বা কুমকুম (ভার্মিলিয়ন পাউডার) লাগিয়ে এবং তাকে একটি মঙ্গলসূত্র (পবিত্র নেকলেস) দিয়ে আশীর্বাদ করে।

(xi) সূর্যদর্শন (সূর্যের দিকে তাকিয়ে)

নববধূ সূর্য দেবতার উপস্থিতিতে নববধূকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। যদি রাতে বিয়ে হয়, তিনি তাকে ধ্রুব নক্ষত্র (অবিচলতার তারকা) এবং অরুন্ধতী তারকা (ভক্তির নক্ষত্র) দেখতে বলেন। বর তাকে তার ভালবাসা এবং কর্তব্যে দৃ firm় থাকতে বলে এবং অরুন্ধতীর মতো তার প্রতি নিবেদিত হতে সে Vষি বশিষ্ঠের প্রতি ছিল। কনে বরকে বলে যে সে তাদের উদাহরণ অনুসরণ করবে এবং একনিষ্ঠ থাকবে।

(xii) হৃদয় স্পর্শ (হৃদয় স্পর্শ)

বর এবং কনে একে অপরের হৃদয় স্পর্শ। নববধূ বরকে বলেন, "আমি তোমার কাছে তোমার হৃদয় ছুঁয়েছি। Godশ্বর তোমাকে আমার স্বামী হিসেবে দিয়েছেন। তোমার হৃদয় এখন আমার হোক। যখন আমি তোমার সাথে কথা বলব, দয়া করে নিখুঁত মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন।" বর কনের কাছে মানত পুনরাবৃত্তি করে।
(xiii) অন্নপ্রাশন (বরকে খাওয়ানো)বরকে খাওয়ান

নববধূএবং তাকে বলেন, "তোমাকে এই মিষ্টি খাবার (allyতিহ্যগতভাবে কাঁসার - গমের আটা, চিনি এবং ঘি দিয়ে তৈরি) খাওয়ানোর মাধ্যমে আমি তোমার হৃদয়কে সত্য এবং আন্তরিকতার সুতো দিয়ে বেঁধে দেব। এবং ভালবাসা। আমার হৃদয় তোমার হবে এবং তোমার হৃদয় চিরকাল আমার থাকবে। "

(xiv) পূর্ণাহুতি (অনুষ্ঠান সমাপ্তি)

পবিত্র অগ্নিতে চূড়ান্ত নৈবেদ্য দেওয়ার পর, পুরোহিত বর এবং কনেকে আশীর্বাদ করেন। ফুলের পাপড়ি এবং চাল অতিথিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যারা নববধূ এবং বরকে গোসল করে। তাদের আশীর্বাদেই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।
নববধূ এবং কনে আর আলাদা আলাদা সত্বা নয় বরং একটি সমন্বিত ব্যক্তিত্ব যারা তাদের জীবনকে প্রতিটি উপায়ে ভাগ করে নেবে।

(16) Antyesthi (মৃত্যুর অনুষ্ঠান) ishষিusকমত্যে

এবং ধর্ম সূত্র জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে একটিছিল, যা তারা চারটি আশ্রমে - জীবনের পর্যায়গুলিতে নির্দেশ করেছিল। প্রখ্যাত কবি কালিদাস তাঁর ক্লাসিক, রঘুবংশে () শর্ত দিয়েছেন:

১-8-"শৈশবে অভ্যাস্তবিদ্যন্ন ইয়াভনে বিষয়াশিনাম;
বর্ধক্যে মুনিবৃত্তিনাম যোগেনন্তে তনুত্যজম।"

"শৈশবকালে একটি পড়াশোনা (ব্রহ্মচার্য আশ্রম), যৌবনের সময় তার ইচ্ছা পূরণ করে (গৃহস্থ আশ্রম), বৃদ্ধ বয়সে (ভানপ্রস্থ আশ্রম) নীরব চিন্তার জন্য পার্থিব ক্রিয়াকলাপ ত্যাগ করে এবং তারপর Godশ্বর-উপলব্ধির জন্য প্রচেষ্টা করে, যার পরে সে তার দেহ ত্যাগ করে।"
অন্ত্যেশতি হল হিন্দুদের জীবনের চূড়ান্ত সংস্করণ। যজুর বেদ বিবেহকে ষোড়শ সংস্করণ হিসাবে বিবেচনা করে, যখন igগ্বেদ অন্ত্যস্থিকে বিবেচনা করে। যদিও একজন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আত্মীয়রা এটি সম্পাদন করে, এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ পরের জগতের মূল্য বর্তমানের চেয়ে বেশি।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সহায়তায় চূড়ান্ত আচার অনুষ্ঠানগুলি যত্ন সহকারে করা হয়।
মৃত্যুর পর প্রথম আচার হল মৃত ব্যক্তির মুখে কয়েকটা তুলসী পাতা এবং কয়েক ফোঁটা জল রাখা। তারপর এটি মেঝেতে রাখা হয় যা পবিত্র গোবর প্রয়োগ করে শুদ্ধ করা হয়েছে।

পুরনো কাপড় খুলে শরীর পবিত্র জল দিয়ে গোসল করা হয়। শরীর তারপর একটি নতুন, unbleached, uncut কাপড় (কাফান) এক টুকরা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। তারপর এটি পাটের তার দিয়ে বাঁধা বাঁশের বেতের তৈরি একটি বিয়ার (নানামি) এর উপর রাখা হয়।

পুরাতন কাপড় সরানোর অন্তর্নিহিত বার্তাটি একটি সংস্কৃত শ্লোক থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে:
"ধননি ভুমাউ পাশাভশ্চ গোষ্ঠে,
নরি গৃহদুয়ার সখি স্মাশেন,
দেহাশ্চিত্যম পরলোকা মর্গ,
ধর্মনুগো গচ্ছতি জীব একহ।"

"ধন সমাহিত থাকবে, গবাদি পশুর কলম থাকবে, (তার) স্ত্রী (তার) সাথে দরজার দিকে যাবে, বন্ধুরা তার সাথে শ্মশানে যাবে, মৃতদেহ শেষকৃত্য পর্যন্ত আসবে, কিন্তু পরের পথে পৃথিবী, জীব একা চলে যায় (তার কর্মের সাথে) "

এই অনুষ্ঠানটি আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রভাবিত করে এবং এইভাবে মৃতের আত্মীয়দের দ্বারা দু theখ ও আঘাতকে যথেষ্ট পরিমাণে বন্ধ করে দেয়।

পরিবারের সদস্যরা তখন মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যায়, সব সময় প্রভুর নাম জপ করে। 'রাম বলো ভাই রাম' সর্বাধিক উচ্চারিত বাক্য। বাংলায় এটি 'হরি বল, হরি বল'। মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপর রাখা হয়, তার উপর ঘি andেলে দেওয়া হয় এবং নিকটতম আত্মীয় দ্বারা আগুন জ্বালানো হয়। পুজোর একটি রূপ হিসেবে তিলের বীজও আগুনের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

শেষের দুটি ধাপ স্পষ্টভাবে সম্ভব নয় যেখানে একটি বৈদ্যুতিক ভাটা শ্মশানের জন্য ব্যবহার করা হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রজ্বলিত আগুন পরে, traditionতিহ্য অনুসারে, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সারা জীবন ধরে একটি বেদীতে জ্বালিয়ে রাখা হয়। এটি ইঙ্গিত করে যে বিবাহিত জীবন একসাথে জীবনের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বসবাস করা উচিত ছিল। যখন একজন পত্নী মারা যান, অগ্নি (অগ্নি) একটি ক্রুশেবল বা পাত্রের মধ্যে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে এটি চিত্ত জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি বিভাসের সমাপ্তি এবং অগ্নি (অন্ত্যেশতি) সংস্কারের সূচনা করে।

গুজরাটের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং অংশে যেসব আচার -অনুষ্ঠান অনুসরণ করা হয় তা ভিন্ন হয়।
শ্মশানের মাধ্যমে, দেহের পাঁচটি মৌলিক উপাদান - যা পাঁচ ভূত নামে পরিচিত - পৃথ্বী (পৃথিবী), জল (জল), তেজ (আগুন), বায়ু (বায়ু) এবং আকাশ (স্থান) মহাবিশ্বের কাছে ফিরে আসে, এইভাবে মহাজাগতিকতা বজায় থাকে ভারসাম্য সমস্ত সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক ভিত্তিক। যাইহোক, কেউ কেউ সরাসরি বা অন্যভাবে পরিবেশকে উপকৃত করে।

গত এক দশকের বিজ্ঞানীরা এটি উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, মৃতদেহ নিষ্পত্তি করার জন্য শ্মশান, উদাহরণস্বরূপ, সর্বোত্তম, সবচেয়ে কার্যকর এবং পরিবেশগত বিচক্ষণ পদ্ধতি। দাফন স্থান এবং ভূগর্ভস্থ জল দূষণের বিশাল সমস্যা বাড়ে। প্লেগ এবং ধীর ভাইরাস রোগে আক্রান্ত মৃতদেহগুলি ভেক্টরগুলিকে সংক্রামিত করে যা তাদের সরাসরি খায়। এটি শেষ পর্যন্ত মানুষকে প্রভাবিত করে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডে, এমনকি অসুস্থ গবাদি পশু দাহ করার প্রজ্ঞা উপলব্ধি করা হয়েছে, বিশেষ করে যারা পাগল গরুর রোগে আক্রান্ত।

সঞ্চয়ন

অস্থিশ্মশানের পরে, ছাই এবং অবশিষ্ট হাড় (অস্থি) একটি কলসে সংগ্রহ করা হয়। কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের দুধ এবং পবিত্র জল দিয়ে ধৌত করার প্রথা আছে। তারপর কলসটি গঙ্গা, নর্মদার মতো একটি পবিত্র নদীতে বা এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী তিন নদীর পবিত্র সঙ্গমে নিয়ে যাওয়া হয়, যা ত্রিবেণী সঙ্গম নামে পরিচিত।

সূতাক (আষাchে) - অশুদ্ধতা

এটি দশ থেকে তের দিনের একটি সময়কাল যার মধ্যে নিকটতম পরিবারের সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত দৈনন্দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন পূজা, আরতি এবং ঠাল পালন করে না। তাদের ব্যক্তিগত পূজা একজন বন্ধুকে তাদের পক্ষ থেকে করার জন্য দেওয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা মন্দির দর্শন করতে পারেন। এই সময়ের মধ্যে, ধর্মীয় শাস্ত্র এবং ভক্তিমূলক গান যথাক্রমে আবৃত্তি এবং গাওয়া হয়, মৃত ব্যক্তির দ্বারা অক্ষরধাম অর্জনের জন্য।

একাদশ, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ দিনে পিতরু (পৈতৃক) repণ শোধ করার জন্য আত্মীয়রা স্থানীয় মন্দিরে প্রভুকে থাল (খাদ্য) প্রদান করে।

সাধারণ হিন্দু বিশ্বাস হল আত্মা দেহ ত্যাগ করার সাথে সাথে এটি অন্য একটি দেহ গ্রহণ করে যার অঙ্গ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। মৃত্যুর দশম দিনে এই 'অন্তর্বর্তী' দেহ সম্পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়। মৃতের পুত্র পিন্ডার প্রস্তাব দেয় - গমের আটা এবং জল থেকে তৈরি খাদ্য বল - ক্রমবর্ধমান অঙ্গগুলিকে, প্রতিদিন দিন অথবা দশম দিনে একসাথে দশটি। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, আজ অবধি, মৃত এখনও এই বিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে।

Therefore the deceased is termed preta, which means one who has departed, but who has not yet reached the other world.

On the eleventh day, Brahma, Vishnu, Rudra and Yama are invoked, with Vishnu as the special witness. In their presence the deceased is offered pindas. On the twelfth day the departed soul is given away to the other world, where he then resides with his forefathers. As soon as he reaches the other world he is released from his preta body.

The relatives are then freed from the sutak and can then perform their daily puja.

These rites are also samskaras on the soul to lead it to God.

An associated rite after cremation, generally practiced in India, is for one or more male members of the deceased to shave their heads. Some communities eat only simple foods for a fixed number of days.

Sajjaa

In Gujarat the family members then perform the sajjaa ritual. In this, they offer a cow, a cot, utensils, food grains, a set of clothes and footwear and anything else that the deceased used to a Brahmin. The Brahmin performs a ritual and takes the objects, symbolically to send them to the deceased for his use in the next world.

But if it is a family or caste tradition to perform the sajjaa, this can be done at the nearest mandir and the objects are offered to the Lord Himself.

Another alternative which is becoming popular is the jivitkriya. It is the same as the sajjaa, except it is performed by a person while alive - as the name implies. " The jivitkriya imbues a feeling of contentment in the individual since he/she witnesses it.

Conclusion

In the past the sixteen Hindu samskaras formed an integral part of Hindu life. Today, with the encroachment of modern living, especially in urban India, only a few of them have survived: chaul, upanayan, vivaha and antyeshti. Yet these samskaras, with their spiritual import, holistically 'samskarize' (edify) all aspects of an individual's life. Since each samskara ritual makes the individual the focus of the occasion, he/she is psychologically boosted.

This strengthens the individual's self-esteem and enriches interaction with those around. The samskaras bring together family members, close relatives and friends, hence increase the cohesiveness of the family unit. Therein the unit harmonizes and strengthens the social structure. The consequence of this is a healthy society with a strong cultural identity which easily refines, boosts and perpetuates its traditional beliefs, customs, morals and values. This

has been one of the key reasons for the Hindu Dharma withstanding the rigors and onslaughts of foreign incursions and upheavals through the ages.
The ancient rishis and sages enjoined the sixteen s
amskaras for the eternal benefit of mankind through their direct experience with the Divine. They wove them into the fabric of daily life of the Hindu. They are 'outward acts,' from pre-birth to post-death, for inward or spiritual grace. Today, the key samskara which will determine the cohesion and perpetuation of Hindu traditions anywhere in the world is vivaha, if observed sincerely with its pristine and lofty sentiments.